বাড়ীবাকায় আওয়ামী লীগের খোলসে নির্মাণ হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের কার্যালয়!

মেহেরপুর জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয় নির্মাণের কথা বলা হলেও অভিযোগ উঠেছে নির্মাণকারীদের কয়েকজন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এ অভিযোগ করেছে খোদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাকায়। যেখানে ইট-বালি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যালয় ওই স্থানেই ছিলো পাঠাগার। পাঠাগার সংস্কারের কথাও বলা হচ্ছে কখনও। তবে অভিযোগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ব্যানারে কিছু বিএনপি-জামায়াত নেতা মুলত জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। জেলা পরিষদ থেকে দুইবার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার ইন্ধনে পুরোদমে চলছে নির্মাণ কাজ। আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, বুড়িপোতা-বাড়িবাকা সীমান্তের প্রধান সড়কের পাশে ইটের ভিত্তির পাকা ঘরের কাঠামো বানানো হচ্ছে, শুধু ছাদ ঢালাই বাকী আছে। পাশে বাঁশ দিয়ে বানানো খুঁটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়। একই স্থানে পূর্বে থাকা পাঠাগারের সরঞ্জাম কোথায় তার কোন হদিস নাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন কিছু বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা দল পাল্টে নব্য আওয়ামী লীগ সেজেছেন। পাঠাগার ভেঙে আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তারা অশংকা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে এটা জামায়াতের কার্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক গ্রামবাসী জানান, রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোক্তা একই গ্রামের রেজা, ইদ্রিস আলী, আলম হোসেন, ইমরান হোসেন ও আকাশ রাজনৈতিকভাবে জামায়াত কর্মী হিসেবে পরিচিত। অপর উদ্যোক্তা আজিজুল একজন বিএনপি নেতা।

স্থানীয় অধিবাসী মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, ‘টিনের ঘর ভেঙে এখন পাকা ঘর করা হচ্ছে, জায়গাটি খাস বা জেলা পরিষদের কিনা সেটা আমরা অবগত নয়। তবে আপনাদের বাঁধায় ঘরের কাজ বন্ধ হলে বা ঘর ভেঙে দিলেও জায়গাটি পড়ে থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিকই দখল করে নেবে। ‘

বুড়িপোতা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাজাহান বলেন, এখানে একটি টিনশেডের ঘর ছিল, আমরা ওঠাবসা করতাম। পাকা করার উদ্যোগ নিলে জেলা পরিষদ থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছুদিন আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন এখানে স্কুলের বিল্ডিং উদ্বোধন করতে আসলে আমরা তাদেরকে জানায়। ইব্রাহিম শাহিন মৌখিকভাবে আমাদের কাজ করার নির্দেশ দেন। তবে এটা সত্য জেলা পরিষদ আমাদেরকে এখানে ঘর করার অনুমতি দেয়নি। ‘

বুড়িপাতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিটন বলেন, ‘এখানে কোন অনুমতি নেই জোর করে কাজ করা হচ্ছে। গতকাল জেলা পরিষদ থেকে আমাকে জানানোর পর আমি ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু কাউকে পাইনি। আগে এই জায়গায় একটি লাইব্রেরী ছিল সেটা ভেঙে এখন পার্টি অফিস করা হচ্ছে।’

পাঠাগার ভেঙে রাজনৈতিক কার্যালয় তৈরির একজন উদ্যোক্তা রেজা বলেন, ‘এটা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগের কার্যালয়, আমাদের বাড়ি বাঁকাতে আওয়ামী লীগের বসার কোন জায়গা নেই, তাই এখানে আওয়ামী লীগের অফিস করা হচ্ছে। আগে এখানে টিনশটের একটি ঘর ছিল তবে এখানে আওয়ামী লীগের ছেলেরাই ওঠাবসা করত। আর আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি করার জন্য জেলা পরিষদের কোন অনুমতির দরকার নেই। জায়গা জেলা পরিষদের এটা ঠিক আছে, এখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে, এখানে আওয়ামী লীগের একটি অফিস বানানো হচ্ছে।

রেজা আরও বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আমাদের ঘর করার জন্য দুই বান টিন দিতে লিখিত আদেশ দিয়েছেন, তবে উপজেলা থেকে আমাদেরকে এক বান টিন দেয়া হয়েছে। এখানে যে আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি হচ্ছে তা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী সকলেই জানেন ।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সাথে যোগাযোগের জন্য ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহা. আব্দুস সালাম বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে মূলত জামাতের অফিস তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়ে দুইবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসার পরেও কিছু নেতার ইন্ধনে কাজ চলছে। আওয়ামী লীগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা এর পেছনে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আইনি ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।

মেহেরপুরে উদ্বোধন হলো নির্মিতব্য হাসপাতাল ভবন !

নির্মাণ কাজ শেষ না হলেও গতকাল বিকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের অনুমোদিত ১১ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪ টায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভবন উদ্বোধনের নাম ফলক উন্মোচন করেন।

উদ্বোধনকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে হাসপাতাল গুলোতে। এখন আর চিকিৎসার জন্য অন্য জেলায় বা অন্য দেশে তেমন একটা যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। কমিনিটি ক্লিনিক গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করে সরকার।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণপূর্ত

বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি আবুল বাসার, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, চেম্বার অব কর্মাসের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, বিএমএ’র সভাপতি ডাঃ আবু তাহের প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর গণপূর্তের তত্বাবধানে প্রায় ৭৬ কোটি টাকা ব্যায়ে ১১ তলা নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। তবে ভবনটির ছয়তলা পর্যন্ত ভৌত অবকাঠামো দৃশ্যমান হয়েছে। বাকি অংশের কাজ এখনো চলমান।

নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার আগেই হাসপাতাল ভবনের উদ্বোধনের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।
এছাড়াও এসময় ৪ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত চার তলা বিশিষ্ট সার্ভিস ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়।

গাংনীতে উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্রর মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসুচীর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাংনী উপজেলার শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী মাধ্যমিক পাইলট বিদ্যালয় হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসুচী বাস্তবায়ন করে। মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শেখ মোঃ



সুরুজ্জামান।

এসময় বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন, কর্মসুচীর ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহম্মেদ ও উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ আব্দুল করিম।

এ ছাড়াও বর্তমান শিখন কেন্দ্র গুলোর শিখন শেখানো অবস্থা, কেন্দ্রের পড়া লেখার মান যাচাই সহ কেন্দ্রের পরিবেশ ও ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গাংনী উপজেলার ৮০ জন শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকা ও সুপারভাইজারগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কাজ শেষ হয়নি, মেহেরপুর হাসপাতালের ভবন উদ্বোধন আজ

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ১১ তলা ভবনের উদ্বোধন আজ (১২ নভেম্বর) রবিবার।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন আজ বিকাল ৩টায় এ ভবন উদ্বোধন করবেন। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঠিক আগ মুহুর্তে তড়িঘড়ি করে এ উদ্বোধনকে ঘিরে চলছে অসন্তোষ ও সমালোচনা।

১১ তলা ভবনের সবে মাত্র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয় ৬ তলার। ৭ম ও ৮ম তলার কাজ চলমান। বাকি ৯ম, ১০ম ও এগারো তলার কোন কাজের টেণ্ডার এখনো হয়নি। যে ৬ তলার কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত আসেনি কোন আসবাবপত্র কিংবা হাসপাতালের যন্ত্রাংশ।

গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শন করে এসব চিত্র দেখা গেছে। উদ্বোধনের জন্য তড়িঘড়ি করে উদ্বোধন ফলক সাটানো হয়েছে। সেখানে দৃষ্টিনন্দনের কাজ চলছে। ভবনে ওঠানামা করার জন্য র্যাম্প সিড়ি, সাধারণ সিড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চারটি লিফট স্থানের স্থান নির্ধারণ করা আছে এর মধ্যে পশ্চিম পাশে দুটি স্থাপনের কাজ চলছে। পূর্ব পাশে দুটি লিফটের স্থান ফাকা রয়েছে। ভবন উদ্বোধন করার পর সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হলে দুর্ঘটনা সম্ভাবনা রয়েছে।



হাসপাতালের ৭ম তলায় কাজ করছেন জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার কোরবান আলী জানান, আমরা ৭ম তলায় কাজ করছি। ৭ম তলার কাজ শেষ করতে এখনো দুই মাসের অধিক সময় লাগবে।

ভবনের স্যানিটারি, পানিসহ অন্যান্য ফিটিংসের কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর হোসেন নামের এক মিস্ত্রি। তিনি বলেন, ৬ তলা পর্যন্ত প্লাম্বিং, স্যানিটারি, ইলেকট্রিকসহ ফিটিংসের সকল কাজ শেষ হয়েছে। সাত তলা ও আট তলায় প্লাস্টারের কাজ চলছে। কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হলে আমরা ওই সকল ফ্লোরগুলোতে কাজ শুরু করবো।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এ ভবন উদ্বোধন করছেন প্রতিমন্ত্রী সাহেব। যে ভবনের কাজ এখনো ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। মানুষের সাথে তিনি উন্নয়নের নামে প্রতারণা করছেন। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া কাজ তিনি দ্রুত করার নির্দেশ দিতে পারতেন অথবা তদারকি করে দ্রত কাজ শেষ করে উদ্বোধন করতে পারতেন। তাহলে মেহেরপুরবাসী উপকৃত হতো।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, উনি (প্রতিমন্ত্রী) উনার নামটা রেখে যেতে চাচ্ছেন। এটা তদারকি করে অনেক আগেই নির্মাণ কাজ শেষ করাতে পারতেন। মনোনয়ন

টিকিয়ে রাখার চেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি তফসিল ঘোষণার আগে এ কাজ করছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ১১ তলা বিশিষ্ট পুরো ভবনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৫ কোটি টাকা। পুরো কাজ শেষ না হওয়ায় হাসপাতালকে এখনো ভবন হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে ভবন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে হচ্ছে।



তিনি আরো জানান, নতুন ভবনের জন্য ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগে নির্দিষ্ট শাখায় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা পাঠানো হয়েছে। নতুন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র আসেনি। ভবন উদ্বোধন হলে আপাতত বহির্বিভাগটা স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা করছি।

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভুরাম পাল বলেন, ভবনটি ১১ তলা হলেও প্রকল্প পাশ হয়েছে ৮ তলার। বাকিটা দরপত্র এখনো হয়নি। ৮তলায় ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৬তলা পর্যন্ত সকল কাজ শেষ হয়েছে। হাসপাতালের যন্ত্রাংশ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আসবে। সেগুলো আসতে সময় লাগবে। তবে উদ্বোধন হলেও আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হবে না। হাসপাতালের পুরাতন বেড ও আসবাব দিয়ে আপাতত সেখানে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

মেহেরপুরে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত ও আনন্দ র্যালি

কেন্দ্রিয় কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের উদ্যোগে আনন্দ র্যালি, অবরোধ বিরোধী মিছিল, সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

আনন্দ র্যালিটি জেলা যুবলীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একপর্যায়ে অবরোধ বিরোধী মিছিলে পরিণত হয়। অবরোধ বিরোধী মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে যেয়ে শেষ হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা ছাত্রলীগী সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানাসহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা যুবলীগ কার্যালয় কেক কাটার মাধ্যমে ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের অহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশন বলেন,’যুবলীগের হয়ে যে সকল নেতাকর্মী রাজপথ কাপায় তাদের সকলকে যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা হরতাল অবরোধ রাখে তারা যুবলীগের ভয়ে গান গাই পালা যুবলীগ আসছে, যুবলীগে আসছে। তারই প্রমাণ গত দফার অবরোধে মেহেরপুরের কিছু বিএনপি নেতাকর্মী মেহেরপুর শহর ছেড়ে রিক্সা ও ভ্যান ভাড়া করে ইছাখালির মাঠে যেয়ে অবরোধের মিছিল করেছিল।’

মেহেরপুরের পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’ ১৯৭২ সালে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর আহবনে শেখ ফজলুল হক মনির যুবলীগ গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ এশিয়া মহাদেশে একটি বৃহত্তর সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে। যুবলীগ আজ মানুষের আস্থার সংগঠনে পরিচিত হয়েছে। ওয়ান ইলেভেন এর সময় যখন যখন শেখ হাসিনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয় তখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে রক্ত দিয়ে শেখ হাসিনাকে কারা মুক্ত করেছিল। আজকে মেহেরপুরে অনেকেই আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করছে। কিন্তু দলের জন্য ঘামঝরা প্রোগ্রাম একমাত্র যারা যুবলীগ থেকে ছাত্র রাজনীতি করে আওয়ামী লীগে এসেছে তারাই করে থাকে। হরতাল ও অবরোধকারীরা যদি কোন নাশকতার চেষ্টা করে মেহেরপুরের যুবলীগের কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

৭ মাসে কোরআনের হাফেজ ছাতিয়ান হাাফিজিয়া ক্বওমী মাদ্রাসার সামিউল ইসলাম

৭ মাস ও ১১ মাসে কোরআনের হাফেজ হয়েছেন ছাতিয়ান হাফিজিয়া ক্বওমী মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং ও এতিম খানার মোঃ সামিউল ইসলাম ও মোঃ ইয়ামিন হোসেন নামের দুই শিক্ষার্থী।

আজ শনিবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে মাদ্রাসা হল রুমে দুই শিক্ষার্থীকে পুরুষ্কৃত করেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, ছাতিয়ান গ্রামের মৃত গোলাম কাদের ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেন এবং এলাকাবাসীর সহযোগতিায় ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজারের সন্নিকটে ১৯৭৭ সালে ছাতিয়ান হাফিজিয়া ক্বওমী মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং ও এতিম খানা গোড়ে তোলেন। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকা সহ আশেপাশের এলাকার শিক্ষার্থীদের সুনামের সাথে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫শ জন। এর মধ্যে দুইশ জন আবাসিক থেকে লেখাপড়া করছে। হুফ্ফাজ, ক্বওমী ও নুরানী বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে

মাদ্রাসাটি। এখানে নার্সারী থেকে শুরু করে জামাত খান উর্দু থেকে কাফিয়া পর্যন্ত ৯টি বিভাগে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে।

ছাতিয়ান হাফিজিয়া ক্বওমী মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং ও এতিম খানার সুপার আবুল হাসান জানিয়েছেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে ও এই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী মোঃ সামিউল ইসলাম ৭ মাস ১ দিনে কোরআানের হাফেজ হয়েছেন। অষ্টম শ্রেণীর আরেক শিক্ষার্থী বালিয়াঘাট গ্রামের আহসান হাবীবের ছেলে মোঃ ইয়ামিন হোসেন ১১ মাসে কোরআনের হাফেজ হয়েছেন। অন্যন্য শিক্ষার্থীদের কোরআনে হাফেজ হতে উদ্বুদ্ধ করনের জন্য আমরা প্রতি বছরই নতুন হাফেজদের পুরুস্কৃত করে থাকি। তিনি মাদ্রাসাটি আরো ভালো ভাবে পরিচালনার জন্য এলাকার মানুষের কাছে সহযোগীতা চেয়েছেন।

ইবির জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের রুপক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আইন বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও বিচারক (জেলা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ’র মিজানুর রহমানকে সভাপতি ও নবম ব্যাচের শিক্ষার্থী বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার (বিচার) (জেলা জজ), এসকে,এম, তোফায়েল হাসান রুপককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

শুক্রবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৬তম বাংলাদেশ জুড়িসিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি ভার্চুয়াল মিটিংয় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনটির কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ

কমিটি প্রকাশ করা হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেলা জজ সিরাজুদ্দৌলাহ কুতুবী, হাফিজুর রহমান, আঃ ছালাম খান ও মো: মিজানুর রহমান সহ প্রায় ৪০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞ বিচারকগন।

যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ আসন সহ আইনের সর্ব অঙ্গনে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছেন বা হচ্ছেন সেক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যন্জক।

এ বিষয়টিকে অনুধাবন করেই নবগঠিত কমিটির সদস্যরা এ সংগঠনটির কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পাশাপাশি তাদের নিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের আশ্বাস দেন।

এছাড়াও বিচারকদের এই ভার্চুয়াল প্লাটফর্মটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুপ্রেরনার বাতিঘর বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে বিভাগগুলোকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে বলে অনেকে মতামত ব্যাক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জাজে’স এ্যসোসিয়শনের সদস্য হিসেবে বর্তমানে ৯৪ জন বিচারক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৯ জন বিজ্ঞ বিচারক অধস্থন আদালতের সর্বোচ্চ পদ জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দেশের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত রয়েছেন। বেশ কয়েকজন জেলা জজ হিসেবে পদায়নের অপেক্ষায় রয়েছেন।

প্রায় ৪ বছর আগের এই ভার্চুয়াল প্লাটফর্মটির প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান সাতক্ষীরার যুগ্ম জেলা জজ শহীদুল ইসলাম। এরপর সংগঠনটি প্রায় দুই বছর ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে। জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইমাম সংগঠনটির সূচনা থেকে আহ্বায়ক হিসেবে এতদিন দ্বায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সংগঠনটি ইতোমধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ও কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন অনুষদের ৩টি বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সারা বাংলাদেশ থেকে আগত সকল বিজ্ঞ বিচারকদের সমন্বয়ে দিনব্যপী একটি পুনর্মিলনী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন দুস্থ, অসুস্থ ছাত্রকে সাহায্য

□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □.□□.□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□: □□□ □□□ □□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ – □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□-□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□, ‘□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□’

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□, ‘□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

বাংলাদেশ। যাদের ঘর নেই, তাদের ঘর দিয়েছেন শেখ হাসিনা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, ডানে বামে সামনে পিছনে সব খানেই শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আপনারা ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন বলেই দেশে এতো উন্নয়ন। সামনে আরও পরিকল্পনা আছে। তাই উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম ,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ , দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি,আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরি, কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান,জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল হালিম, জহুরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারন সম্পাদক কুতুব উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৩ হাজার ২শ ইউএস ডলার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা সীমান্ত এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৩ হাজার ২শ ইউএস ডলার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বুড়িপোতা বিজিবি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাষ্টার সহকারী পরিচালক হায়দার আলী ও বুড়িপোতা ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার মোতালেব হোসেন সঙ্গীয় টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ঘটনার সময় বুড়িপোতা বিওপির টহল দল সীমান্ত পিলার ১১৬/৪-এস হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বুড়িপোতা মাঠে টহল পরিচালনা করেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বুড়িপোতা মাঠে একজন ব্যক্তি ধান ক্ষেতে পানি দেওয়া অবস্থায় বিজিবির টহল দলকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ টহল দল পানির পাম্প এলাকায় গিয়ে পুরাতন কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি কালো পলিথিনের ব্যাগ দেখতে পায়। টহল দল পলিথিনের ব্যাগটি তল্লাশী করে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ৪টি বান্ডিল থেকে ৩৩ হাজার ২০০ ইউএস ডলার উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে হাবিলদার মোতালেব হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন। এবং উদ্ধারকৃত ইউএস ডলারগুলি মেহেরপুর ট্রেজারী অফিসে জমা করেন।

পোকার আক্রমণে মেহেরপুরে আমন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্ষতির কারণে ফলন কম হয়েছে।

আড়ৎ ব্যবসায়ী বেলাল হোসেন বলেন, আমন ধান সবেমাত্র কাটা-মাড়া শুরু হয়েছে। ভালো মানের ধান ১১শ থেকে সাড়ে এগারশ টাকা বেচাকেনা চলছে। তবে কয়েকদিন পর থেকে পুরোপুরি সিজেন শুরু হলে দাম কমবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, এ বছর বৃষ্টিপাত কম ও অপেক্ষাকৃত তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাদামি গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণ হয়েছে। এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করে চাষীদের সচেতন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক কৃষি কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পোকা দমন করে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে পোকা দমন করতে চাষীদের অতিরিক্ত খরচের মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং কিছুটা হলেও ফলন কম হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন আমন সিজন। কিন্তু অনেক চাষী আছে যারা বোরো সিজনের ধানও আবাদ করেছেন। যার ফলে ওই সকল চাষীদের ফলন কম হতে পারে। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, অনেকচাষী আমন সিজনে ব্রি-৭৪ ধান চাষ করেছেন। ব্রি-৭৪ মূলত বোরো সিজনের ধান। আমন সিজনের জন্য উপেযাগী ব্রি-৭৫, ব্রি-৮৭, ব্রি-৯০ জাতের ধানের আবাদ করার পরামর্শ দেন।